পাপস্বীকার

৯ম শমূয়েল ৭ অধ্যায় ২-৬ পদ

প্রথম শমূয়েল পুস্তকের প্রথম ৩টি অধ্যায়ে আমরা শমূয়েলের জন্ম ও ছোটবেলার কথা শিখেছিলাম। ৩:১৯-২১ পদে আমরা দেখেছিলাম যে, এলি ও তাঁর দুই পুত্রের মৃত্যুর পর ইজ্রায়েলকে পরিচালনা দান করার ক্ষমতা শমূয়েলের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু, ৪-৬ অধ্যায়ের নিয়ম-সিন্দুক বৃত্তান্তে আমরা একবারের জন্যও শমূয়েলকে দেখতে পাইনি। যাইহোক, ৭ অধ্যায়ে এসে, আমরা পুনরায় শমূয়েলকে দেখতে চলেছি। এখানে শমূয়েলকে ১-৩ অধ্যায়ের তুলনায় অনেক বেশি পরিপক্ক ও প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসাবে আমরা দেখতে পাই। কারণ, এরমধ্যে যথেষ্ট সময় পেরিয়ে গেছে। ২ পদানুসারে, ***"সদাপ্রভুর সিন্দুক কিরিয়ৎ-যিয়ারীমে স্থাপন দিন থেকে দীর্ঘকাল গেল, বিংশতি বৎসর গেল।"*** ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক ইজ্রায়েলের কাছে ফিরে আসলেও, তারা কিন্তু সিন্দুকের বিষয় তেমন আগ্রহী নয়। প্রকৃতপক্ষে, তারাও ফিলিস্তিনীদের মতো সেই সিন্দুক থেকে নিস্কৃতি পেতে চেয়েছে। তাই, যখন কিরিয়াৎ-যিয়ারীমের লোকেরা বেৎ-শেমশ থেকে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক সংগ্রহ করে অবীনাদবের গৃহে স্থাপন করেছিল, তখন অন্য ইজ্রায়েলীরা প্রায় ২০ বৎসরের জন্য তার কোনও খোঁজ নেয়নি। দীর্ঘ সময় পেরিয়ে যাবার পর ২শমূয়েল ৬ অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাব, রাজা হবার পর দাউদ সেই সিন্দুক জেরুশালেমে ফেরত আনবার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

যাইহোক, ইজ্রায়েলীদের মন-পরিবর্তন করতে ঈশ্বর কিন্তু এই সময়কে ব্যবহার করেছেন। তাই, ২ পদের শেষাংশে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"আর সমস্ত ইজ্রায়েল-কুল সদাপ্রভুর পশ্চাতে বিলাপ করতে লাগল।"*** ধরা যেতে পারে, এই সময় ইজ্রায়েলীদের উপর ফিলিস্তিনী অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। ফলস্বরূপ, ইজ্রায়েল সদাপ্রভুর কাছে কাঁদতে, তাঁর সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়েছে। পর্যাপ্ত আশীর্বাদ যা করতে পারেনি, নত-নম্রকারী দূর্দশা তা তাদের মধ্যে সাধন করেছে। এর আগে বেৎ-শেমশের ইজ্রায়েলীদেরও আমরা বিলাপ করতে দেখেছিলাম (৬:১৯)। কিন্তু সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে, তারা তাদের পাপের জন্য বা তাদের মন্দ আচরণের জন্য বিলাপ করেনি; পরিবর্তে, ঈশ্বর যেহেতু তাদের পাপের শাস্তি দিয়েছিলেন বা তাদের মন্দ আচরণের বিচার করেছিলেন, সেইহেতু তারা কেঁদেছিল। তাকে অনুতাপের অশ্রু বলা যায় না। কিন্তু এখানে (৭:২ পদে) যে বিলাপের কথা বলা হয়েছে, তার কারণ হল, অবশেষে তারা উপলব্ধি করেছে যে, তাদের পাপই তাদের মাঝে ইয়াওয়ে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও ক্ষমতাকে দূরে রেখেছে। এইসময় ফিলিস্তিনী নেতারা ইজ্রায়েলীদেরকে এমন দুঃখ ও কষ্ট দিয়েছে যে, ইজরায়েলীরা ***"সদাপ্রভুর পশ্চাতে বিলাপ করতে"*** বাধ্য হয়েছে। ইজ্রায়েল পুনরায় তাদের জীবনে ঈশ্বরের উপস্থিতি ও ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। এমন পরিস্থিতিতে তাদেরকে ঈশ্বরের কাছে ফিরিয়ে আনতে শমূয়েল সঠিক পথ প্রদর্শন করেছে। শমূয়েলের নেতৃত্বে ইজ্রায়েল সেদিন কীভাবে ঈশ্বরের কাছে ফিরে এসেছিল, তা আমরা এই অধ্যায়ে শিখতে চলেছি।

১। একমাত্র ঈশ্বর আরাধনার অঙ্গীকার (৩-৪ পদ): ধরা যেতে পারে, ৩:১৯ পদের কথা মতো শমূয়েল এতকাল ইজ্রায়েলীদেরকে বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দিয়েছে, যেহেতু ঈশ্বর ***"শমূয়েলের কোনও কথা মাটিতে পড়তে দিতেন না।"*** ইজ্রায়েলীদের মধ্যে ঈশ্বরের কাছে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা শমূয়েল উপলব্ধি করেছে। কিন্তু তার জন্য যে আন্তরিকতার প্রয়োজন, তা কেবল চোখের জলের দ্বারা প্রমাণিত হয় না, প্রয়োজন তা মেনে উপযুক্ত আচরণ বা বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ। তাই, ৩ পদে শমূয়েল সমস্ত ইজ্রায়েলকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে আহ্বান জানিয়েছে: ***"তাতে শমূয়েল সমস্ত ইজ্রায়েল কুলকে বলল, তোমরা যদি সর্বান্তকরণে সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসতে চাও, তবে নিজেদের মধ্য থেকে বিজাতীয় দেবতা ও অষ্টারোৎ দেবীদের দূর কর, ও সদাপ্রভুর দিকে নিজের নিজের অন্তঃকরণ সুস্থির কর, কেবল তাঁরই সেবা কর; তাহলে তিনি***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করবেন।''

(ক) বিজাতীয় দেব-দেবীদের দূর কর: ইজ্রায়েলীদের উপলব্ধি করতে হত যে, তারা তাদের ইয়াওয়ে ঈশ্বরের প্রতি নিজেদের আনুগত্যের কথা যতই চিন্তা করুক-না-কেন, যতকাল তারা অন্য দেব-দেবীদের শরণাপন্ন থাকবে, ততকাল ঈশ্বরের প্রতি তাদের সেই আনুগত্যের কোনও মূল্য থাকবে না। কারণ, ইজ্রায়েলের ঈশ্বর অন্য কোনও বিষয় বা ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর প্রতি আনুগত্যকে ভাগাভাগি হতে দেন না। তাই, শমূয়েলের মাধ্যমে ইজ্রায়েলের প্রতি ঈশ্বরের বাক্য হল, তারা যেন তাদের মধ্য থেকে বিজাতীয় তথা ফিলিস্তিনীদের সমস্ত দেব-দেবীকে দূর করে। তাদের দ্বারা ইয়াওয়ে ঈশ্বরের অদ্বিতীয়তা ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। **একমাত্র তাঁর আরাধনা করা ছাড়া কখনও তাঁর সেবা করা সম্ভব নয়**। যীশু তাই তাঁর পরীক্ষার সময় ২য় বিবরণ ৬:১৩ পদকে উদ্ধৃত করে শয়তানকে বলেছিলেন, *''তোমার ঈশ্বর প্রভুরই আরাধনা করবে, কেবল তাঁরই সেবা করবে''* (মথি ৪:১০)। ঈশ্বর যেমন যাকোবকে উপলব্ধি দিয়েছিলেন (আদি ৩৫:২) কিম্বা ইজ্রায়েলসহ মোশিকে যে সত্য উপলব্ধি দিয়েছিলেন (যাত্রা ৩২:৩১) সেই একই কথা এইদিন ঈশ্বর শমূয়েলের মাধ্যমে ইজ্রায়েলের কাছে পুনরায় উপস্থিত করলেন, তারা যেন ঈশ্বরের মর্যাদাকে অন্য কোনও বিষয় বা ব্যক্তির সঙ্গে ভাগাভাগি না করে। আজকের দিনে, কেবল কাঠ বা পাথর দিয়ে তৈরী দেব-দেবীদের জন্য একথা প্রয়োজ্য নয়, কারণ আজ তা অনেক সূক্ষ্ম ও ভয়ঙ্কর বিপদজনক আকার নিয়েছে। ঈশ্বরের পরিবর্তে যে কোনও বিষয়, যা আমাদের জীবনে প্রথম ও প্রধান হয়ে উঠেছে, যা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে চলেছে, তাকেই আমাদের জীবন থেকে দূর করতে হবে। তা হতে পারে, অর্থ, নর/নারী, সাফল্য, জাগতিক সম্পত্তি, গর্ব, খ্যাতি-প্রতিপত্তি, নেশা, অবসর বিনোদন, যে কোনও বিষয় যাকে আমরা ঈশ্বরের আগে বা উপরে স্থান দিয়েছি। এমন কোনও ''বিজাতীয়/বিদেশী দেব-দেবী'' যদি আমাদের জীবনে থেকে থাকে, তাহলে তাকে দূর করতে ঈশ্বরের সাহায্য কামনা করতে হবে।

(খ) সদাপ্রভুর দিকে নিজ অন্তঃকরণ সুস্থির কর: এর অর্থ, এমন হৃদয়ের অধিকারী হওয়া, যা দোদুল্যমান নয় বা দ্বিধা-বিভক্ত নয় কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি স্থির। যার ফলস্বরূপ, সে সুচিন্তিত ও শক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে; ঈশ্বর থেকে তার দৃষ্টিকে সরায় না। সদাপ্রভুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসের ফলস্বরূপ তা সম্ভব। তাই, সন্দেহকারীকে যাকোব এইভাবে বর্ণনা করেছে, ***''সে বায়ূতাড়িত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সমুদ্র তরঙ্গের তুল্য''*** (যাকোব ১:৬)।

(গ) কেবল সদাপ্রভুর সেবা কর: এর অর্থ ইজ্রায়েল তার সমস্ত প্রয়োজনে ও পরিস্থিতিতে কেবল সদাপ্রভুর অন্বেষণ করবে। শমূয়েলের সময়, ফিলিস্তিনী অত্যাচারের মুখে, কনানীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে, ও কনানের ধর্মীয় পরিবেশের উপস্থিতিতে, ইজ্রায়েল বারংবার ফিলিস্তিনী দেব-দেবীদের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের মধ্যে বেশি সাফল্যের গন্ধ পেয়েছে। তাই, ইজ্রায়েল তাদের ঈশ্বরের পাশাপাশি বিদেশী দেব-দেবীদের প্রতিও আনুগত্য প্রদর্শন করেছে। তাই, ঈশ্বর শমূয়েলের মাধ্যমে ইজ্রায়েলকে একমাত্র সদাপ্রভুর সেবা করতে আহ্বান করেছেন। ঈশ্বরের রাজ্যের প্রজারা দুই প্রভুর দাসত্ব করতে পারে না; কিম্বা ঈশ্বর ও শয়তান উভয় রাজ্যের নাগরিকত্ব একসঙ্গে উপভোগ সম্ভব নয়।

এইভাবে, তারা যদি অনুতপ্ত হয়ে ফিরে আসে, সদাপ্রভুও তাদেরকে ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে উদ্ধার করবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন। যখন আমরা প্রকৃত অনুতাপে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসি, তখন তিনিও আমাদের নিকটবর্তী হয়ে থাকেন (যাকোব ৪:৮;

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

যিরমিয় ২৯:১৩)। ৪ পদে বলা হয়েছে, শমূয়েলের কথা মতো ইজ্রায়েলীরা তাদের মধ্য থেকে বাল দেবদের ও অষ্টারোৎ দেবীদেরকে দূর করে দিল এবং একমাত্র ঈশ্বরের সেবা করতে লাগল।

২। দলগত পাপস্বীকার ও প্রার্থনা (৫-৯ পদ): বিজাতীয় দেব-দেবীদের দূরীকরণ ও কেবল ঈশ্বর আরাধনার অঙ্গীকারের পাশাপাশি শমূয়েল সেদিন ইজ্রায়েলকে মিস্পাতে মিলিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে পাপস্বীকার করতে আহ্বান করেছিল। ৫ পদে বলা হয়েছে, *"পরে শমূয়েল বলল, তোমরা সমস্ত ইজ্রায়েলকে মিস্পাতে একত্র কর; আমি তোমাদের জন্য সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করব।"* এর দ্বারা শমূয়েল ইজ্রায়েলকে একমাত্র ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করার পক্ষে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণে পরিচালনা দিয়েছিল। এর জন্য শমূয়েল তাদেরকে মিস্পাতে মিলিত হতে বলেছিল। মিস্পাতে ৪টি ঘটনা ঘটেছিল:

(ক) শমূয়েল তাদের জন্য প্রার্থনা করেছিল: মোশি যেমন ইজ্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনতি করেছিল (যাত্রা ৩২:৩০-৩৩), শমূয়েলও এখানে ইজ্রায়েলের পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার কথা বলেছে (যিরমিয় ১৫:১; গীত ৯৯:৬)। পাপ-স্বীকারের প্রার্থনাকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসীদের মধ্যে কখনও কোনও উদ্দিপনা আসতে পারে না। সেদিন শমূয়েল যেমন ইজ্রায়েলের পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিল, আমরা কি আমাদের পাপের জন্য, আমাদের পরিবারের পাপের জন্য, আমাদের মণ্ডলীর পাপের জন্য, আমাদের দেশের পাপের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চেয়ে প্রার্থনা করে থাকি? আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিজ্ঞাকে আমরা যেন কখনও না ভুলি: *"তারা যদি নম্র হয়ে প্রার্থনা করে ও আমার মুখের অন্বেষণ করে, এবং নিজেদের কুপথ থেকে ফেরে, তবে আমি স্বর্গ থেকে তা শুনব, তাদের পাপ ক্ষমা করব ও তাদের দেশ আরোগ্য করব"* (২বংশা ৭:১৪)।

(খ) তারা জল তুলে সদাপ্রভুর সামনে ঢেলেছিল ও উপবাস করেছিল: ৬ পদে বলা হয়েছে, *"তাতে তারা মিস্পাতে একত্র হয়ে জল তুলে সদাপ্রভুর সামনে ঢালল, এবং সেই দিন উপবাস করে সেখানে বলল, আমরা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আর শমূয়েল মিস্পাতে ইজ্রায়েল সন্তানদের বিচার করতে লাগলেন।"* এর অর্থ, জল ঢালার ন্যায় তারা তাদের হৃদয় ঈশ্বরের কাছে ঢেলেছিল, যা ছিল দুঃখ প্রকাশের একটি উপায় (বিলাপ ২:১৯)। আবার, এমনভাবে জল ঢালার ঘটনা আমাদেরকে কর্মিল পাহাড়ে এলিয়ের কাজকেও স্মরণ করিয়ে দেয় (১রাজা ১৮:৩৩-৩৫)। হতে পারে এই জলের দ্বারা তাদের অশ্রু, দুঃখ ও দূর্দশাকে নির্দেশ করা হয়েছে, যা তাদের পাপের দ্বারা তৈরী হয়েছিল এবং এখন তারা সেই পাপ স্বীকার করছে। তাই, উপবাসের দ্বারা তাদের সেই দুঃখ, অনুতাপ ও প্রার্থনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে (বিচার ২০:২৬; ২শমূ ১২:১৬-২৩; ১রাজা ২১:২৭)। এর দ্বারা বলা হয়েছে যে তারা সত্যই তাদের পাপের জন্য দুঃখিত ও অনুতপ্ত।

(গ) তারা তাদের পাপস্বীকার করেছিল: মনে রাখতে হবে, পাপ সর্বদা আমাদেরকে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে। বিশ্বাসী আমরা যখন পাপ করি, তখন যে আমরা তার কারণে আর ঈশ্বরের সন্তান থাকি না, তা নয়। কারণ, ঈশ্বর আমাদেরকে অনন্ত কালের জন্য তাঁর সন্তান করে থাকেন। কিন্তু পাপ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ট সহভাগিতায় বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে। ঈশ্বরের সঙ্গে আমরা সুমধুর সম্পর্ককে উপভোগ করতে ব্যর্থ হই। আমরা যখন এমন উপলব্ধি করি, তখন আমাদের দায়িত্ব হল, দেরি না করে, তাঁর কাছে ফিরে আসা, পাপস্বীকার করা ও তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করা। ইজ্রায়েল যেহেতু দলগতভাবে সর্বসমক্ষে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছিল, সেইহেতু সেদিন তারা সবাই একসঙ্গে সর্ব সমক্ষে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পাপস্বীকার করেছিল। সমস্ত পাপ যেহেতু শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরেরই বিরুদ্ধে (গীত ৫১:৪), সেইহেতু ঈশ্বরের কাছে সেই পাপস্বীকার করতে হবে। অবশেষে, তারা উপলব্ধি করেছে যে, স্বীকার না করা পাপই হল তাদের মূল সমস্যা; এবং এ বিষয়ে তারা তাদের দায়িত্ব মেনে নিয়েছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, একদিকে, পাপস্বীকার না করার পরিণাম কত মারাত্মক হতে পারে;এবং অন্যদিকে, পাপস্বীকার করার আশীর্বাদ কত মহৎ।

(ঘ) শমূয়েল ইজ্রায়েল সন্তানদের বিচার করল: যেখানে প্রকৃত পাপস্বীকারের কাজ হয়, সেখানে ন্যায়বিচার কখনও অবহেলিত হয় না। পাপস্বীকার করায়, ঈশ্বর যাদের পাপ ক্ষমা করেছিলেন, শমূয়েল সেই ইজ্রায়েল সন্তানদের বিচার করেছিল। প্রকৃত উদ্দিপনা ঈশ্বরের ক্ষমাকে দোহাই দিয়ে কখনও পাপকে প্রস্রয় দেয় না। পরিবর্তে, পাপ স্বীকার করে, আর ঈশ্বর যদি তাঁর সন্তানকে শাসন করেন, তবে সে তা মাথা পেতে গ্রহণ করে।

হ্যাঁ, ইজ্রায়েল অন্য দেব-দেবীদের নয়, কিন্তু কেবল ঈশ্বরের আনুগত্য স্বীকার করতে রাজি। কেবল তাঁতেই আস্থা রেখে ও তাঁর উপর নির্ভর করে, তারা তাদের জীবনের সমস্ত সমস্যার মুকাবিলা করতে চায়। সেই সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে শমূয়েল তাদের সঠিক পথ প্রদর্শন করেছে। তারা যখন এইভাবে নিজেদের পাপ স্বীকার করে ঈশ্বরের কাছে ফিরেছিল, ঈশ্বরও তাঁর প্রতিজ্ঞা মতো তাদেরকে ফিলিস্তিনীদের হাত থেকে অলৌকীকভাবে উদ্ধার করেছিলেন। সে বিষয়ে আমরা আগামী রবিবার শিখব। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ঈশ্বরের প্রতি ইজ্রায়েল কতকাল অনুগত থাকবে? ইজ্রায়েল হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে যে, ইয়াওয়ে ঈশ্বরই তাদের সর্বস্ব; তাঁর অদ্বিতীয়তা ও সার্বভৌমত্ব তারা স্বীকার করতে বাধ্য। ইজ্রায়েল বা ফিলিস্তিনীদের শক্তি নয়, কিম্বা নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতিও নয়; কিন্তু সদাপ্রভুর ক্ষমতাই হল, তাদের বাঁচার একমাত্র উপায়। কিন্তু তারা কি সেই ইয়াওয়ে ঈশ্বরের ক্ষমতাকে স্বীকার করে তাদের উপর তাঁর কর্তৃত্ব মেনে ক্রমশ এগিয়ে চলবে? ঈশ্বর তাদের রাজা হয়ে, ইজ্রায়েলের উপর ঈশ্বর-তান্ত্রিক *(Theocracy)* যে শাসন-ব্যবস্থা স্থাপন করেছেন, তার বিরুদ্ধে ইস্রায়েলের প্রাচীনেরা শমূয়েলকে বলতে চলেছে, ***"এখন অন্য সকল জাতির ন্যায় আমাদের বিচার করতে আপনি আমাদের উপরে এক জন রাজা নিযুক্ত করুন"*** (১শমূয়েল ৮:৫)।

এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, প্রতিকূল পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে ইজ্রায়েলের ঈশ্বর-নির্ভরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কিন্তু তারা যখন সেই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেয়েছিল, তখন তারা সেই ঈশ্বরকে ভুলে গেছিল। ইজ্রায়েলের ইতিহাসে এই ঘটনা বারংবার ঘটেছে। আমরাও এর ব্যতিক্রম নই; আমরাও আমাদের পার্থিব জীবনে এমন কাজ করে থাকি। বিপদে পড়লেই ঈশ্বরকে ডাকি, আর বিপদ কেটে গেলে তাঁকে ভুলে যাই। আমরা যদি প্রকৃত বিশ্বাসী হই, তাহলে আমরা কখনও ঈশ্বরকে এইভাবে কেবল আমাদের প্রয়োজন পূর্ণকারী হিসাবে চিন্তা করব না। পরিবর্তে, আমাদের জীবনের সমস্ত পরিস্থিতিতে তাঁকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করব, তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করব, তাঁকে উপভোগ করব। যখন তাঁর বিরুদ্ধে পাপ করব, তখন দেরি না করে, তাঁর কাছে সেই সমস্ত পাপ স্বীকার করব; প্রয়োজনে দলগতভাবে পাপস্বীকার করব। কারণ পাপ আমাদের জীবনে তাঁর আশীর্বাদ উপভোগে বাধা দিয়ে থাকে। আবার, যখন তাঁর আশীর্বাদ ভোগ করব, তখন যেমন তাঁর গৌরব করব; ঠিক তেমনই যখন বিভিন্ন তাড়নার সম্মুখীন হব, তখনও তাঁর গৌরব করব ও তাঁর সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করে তাঁতে নির্ভর করব।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com